গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
এনফোর্সমেন্ট শাখা
www.brta.gov.bd

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	নুর মোহাম্মদ মজুমদার চেয়ারম্যান, বিআরটিএ।
সভার তারিখ	ঃ	০৬.০৬.২০২২ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১০.৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	বিআরটিএ-র সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) গত ০৯.০৩.২০২২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত বিগত অংশীজন সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সকল অংশীজনকে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে আন্তরিক ও কার্যকরী ভূমিকা রাখার আহবান জানান। তাছাড়া এ বিষয়ে নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

সভাপতি বিগত সভার সিদ্ধান্ত অগ্রগতি প্রসঙ্গে বলেন, ডোপটেস্ট নিয়ে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে একাধিক সভা করা হয়েছে। ডোপটেস্টের চাপ থাকায় পরিমাণ বাড়ানো লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। পূর্বে ৫ (পাঁচ) টি হাসপাতালে ডোপটেস্ট করা হতো। বর্তমানে হাসপাতাল সংখ্যা বাড়িয়ে মুগদা, মাতুয়াইল, মিডফোর্ড হাসপাতাল যুক্ত হয়েছে এবং বে-সরকারি হাসপাতালগুলো যুক্ত হচ্ছে। বে-সরকারি হাসপাতালের তালিকা পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বে-সরকারি হাসপাতালের তালিকা অনুমোদনের পর চূড়ান্ত তালিকা পাওয়া যাবে। বিষয়টি মনিটরিং এর জন্য ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক (ইঞ্জি) জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে গাড়ি পার্কিং এর বিষয়ে সভাপতি বলেন, পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি পার্কিং এর ব্যবস্থাকরণের জন্য ডিটিসিএ এবং ডিএমপির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি আরো বলেন, মহাখালী টার্মিনালের সামনে ফুটওভার ব্রীজ না থাকার কারণে পথচারীগণ রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করেন ফলে দুর্ঘটনা ঘটে এবং যানজট সৃষ্টি হয়। পথচারীদের পারাপারের সুবিধার্থে যেহেতু ফুটওভার ব্রীজ তৈরী সময় সাপেক্ষ তাই দ্রুত স্পীড ব্রেকার তৈরীর ব্যবস্থা করতে উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হলেও এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতি নেই। এছাড়া ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, এক্সেলেটর, জেব্রা-ক্রসিং ইত্যাদি ব্যবহারে পথচারীদের উৎসাহিত করার জন্য এবং জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য সড়ক পরিবহন সেক্টরের সকল অংশীজনকে প্রচার-প্রচারনায় গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ পুলিশ বাহিনীর তৎপরতা বাড়াতে হবে। সভাপতি সড়কে শৃংখলার জন্য সকল অংশীজন বিশেষ করে ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ প্রচার-প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। ঢাকা সিটিকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলতে সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটিসহ সিএনজি চালিত অটোরিক্সা, ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা/অবৈধ যান চলাচল বন্ধে হাইওয়ে পুলিশকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। গত পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২২ এর আগে ও পরে দূর-পাল্লায় যাতায়াতের জন্য মোটর সাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোটর সাইকেল দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাইড শেয়ারিং এ মোটর সাইকেলের ব্যবহার বিষয়ে সভাপতি বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাইড শেয়ারিং এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই ৩ টি সিটি কর্পোরেশনের বাইরে রাইড শেয়ারিং এর গাড়ি চলাচল করতে পারবে না। সাম্প্রতিক মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় নিহতদের বিষয়ে পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নিহতদের বেশির ভাগ ১৪ – ২২ বছর বয়সী যুবক, যাদের বেশির ভাগেরই ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই। দূর-পাল্লায় মোটর সাইকেল ব্যবহার রোধ এবং দুর্ঘটনা রোধে হাইওয়ে পুলিশের মনিটরিং জোরদার করতে হবে এবং চালকদের জবাবদিহীতার আওতায় আনতে হবে। মহাসড়কে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ীর কাগজ-পত্র ছাড়া চলাচলরত গাড়ী ডাম্পিং করতে হবে। এ বিষয়ে চালকদের সচেতন করতে ইতোমধ্যে বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী পত্র-পত্রিকায় সচেতনতামূলক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এসপি, হাইওয়ে পুলিশ সভায় বলেন, হাইওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্রাধীন মহাসড়ক বলতে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোকে বোঝায়। এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে ৩৮০০ কি.মি. এর অধিক এবং আঞ্চলিক মহাসড়ক রয়েছে ৪২০০ কি.মি. এর অধিক ফলে মোট মহাসড়ক দাঁড়ায় প্রায় ৮০০০ কি.মি.।

সভাপতি, দুর্ঘটনা রোধে সড়কে সাইন-সিগন্যাল দৃশ্যমান করার তাগিদ প্রদান করেন। সারা দেশে প্রায় ৮০০০ কি.মি. মহাসড়কের কত কিলোমিটারে সাইন-সিগন্যাল রয়েছে এ বিষয়ে পরবর্তী সভার আগে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর এবং হাইওয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি এবং জেলা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটিগুলোকে কার্যকর করার জন্য ইতোমধ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। এগুলোকে কার্যকর করতে হবে। জেলা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটিগুলোকে রুট পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে গাড়ির সংখ্যা বিবেচনায় আনতে হবে। রুট পারমিট প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট গাড়ি নির্ধারিত রুটে চলছে কিনা মনিটরিং করতে হবে।

জনাব হোসেন আহম্মদ মজুমদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি সভায় মোটর যানের দ্রুত পার্কিং ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনুরোধ করেন। মহাখালীতে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের এবং ফুটওভার ব্রীজ না হওয়া পর্যন্ত জেব্রা ক্রসিং এর ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। রাইড শেয়ারিং এর নামে মোটর সাইকেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কর্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হাইওয়েতে নসিমন, করিমন, আটোরিক্সা, আলম সাধু ইত্যাদি অবৈধ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কারার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। কাঁচপুর থেকে ভাটিয়ারি পর্যন্ত মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে ফুট ওভার ব্রীজ হকারদের থেকে দখলমুক্ত করার আহবান জানান। দুর্ঘটনা রোধে সড়কে সাইন-সিগন্যাল দৃশ্যমান করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব এস, এম, মাসুদুল হক, পরিচালক, বিআরটিসি সভায় বলেন, ঢাকা শহরে গাড়ির সংখ্যা বিবেচনায় কোনভাবেই রাস্তার পাশে পার্কিং ব্যবস্থা করা সম্ভব না। এর জন্য বড় বড় মার্কেট, লেক, মাঠ ও সুউচ্চ ভবন ইত্যাদি এর নিচে আন্ডার গ্রাউন্ড পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। যা রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। জাতীয় এবং আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সার্ভিস রোড তৈরী করতে হবে। মোটর সাইকেল এবং ছোট গাড়ি সার্ভিস রোডে চলাচল করবে। সার্ভিস রোডের নির্দিষ্ট গতিসীমা নির্ধারিত থাকবে। হাইওয়ে পুলিশ এটি মনিটরিং করবেন। তিনি পথচারীদের ফুটওভার ব্রীজ ব্যবহারে অনাগ্রহের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি এক্সেলেটরসহ ফুটওভার ব্রীজ তৈরীর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক (সদর), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, গত পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরে পরিবহন সেক্টরের সকল অংশীজন অনেক ভালো কাজ করেছেন। অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ'র, ডিএমপি, হাইওয়ে পুলিশ এবং মালিক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশন একসাথে কাজ করেছেন। তিনি ৬৪ জেলায় বিআরটিএ'র অফিস ভবন নির্মাণের ভূমি অধিগ্রহণ এবং বিআরটিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়ার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সুজন, সিনিয়র সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত ফিডব্যাক সভার এবং নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজকরণে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জানতে চাওয়া হলে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান সহনীয় পর্যায়ে আসতে হবে মর্মে বিআরটিএ'র বরাত দিয়ে জানানো হয়। তিনি আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় মেট্রো সার্কেলগুলোতে দালাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট কার্যকর করার এবং জনগনের দুর্ভোগ কমিয়ে আনার বিষয়ে আলোকপাত করেন। গাজীপুর ঢাক-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে একটি ফুটওভার ব্রীজ রয়েছে এবং এর নিচে স্পীড ব্রেকার রয়েছে যা মার্কিং করা হয় নি। যার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে ভয়ানক দু'টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একইসাথে ফুটওভার ব্রীজ এবং এর নিচে স্পীড ব্রেকার বিষয়টি পথচারীদের জন্য বিভ্রান্তিকর। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফিটনেসবিহীন বেপরোয়াভাবে চলাচলকারী গাড়ির বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে মর্মে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি ফিটনেসবিহীন গাড়ির তালিকা সার্কেল থেকে সংগ্রহ করে পুলিশ বিভাগকে সরবরাহ করা হলে পুলিশ বিভাগ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে মত প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, ফিটনেসবিহীন গাড়ি দুই ধরনের। একটি হলো নতুন গাড়ি কিন্তু ফিটনেস সার্টিফিকেটে মেয়াদ উত্তীর্ন এবং আরেকটি হলো লক্কর-ঝক্কর/জরাজীর্ণ ফিটনেসবিহীন গাড়ি। লক্কর-ঝক্কর/জরাজীর্ণ দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেস সার্টিফিকেট আপডেট করা হয় না এই ধরণের গাড়ির তালিকা ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা থেকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পুলিশ বিভাগ তথা ডিএমপি, হাইওয়ে পুলিশ এবং জেলা পুলিশকে সরবরাহ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেস আপডেট করে না এমন গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য পিডিআর আইনের আওতায় আনতে হবে।

জনাব এ. বি. এম. জাকির হোসেন, এ.ডি.সি, ট্রাফিক গুলশান, ডিএমপি, ঢাকা সভায় বলেন, লক্কর-ঝক্কর/জরাজীর্ণ দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেস সার্টিফিকেট আপডেট করা হয় না এই ধরণের গাড়ির তালিকা পেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনাব ওয়াজি উল্লাহ, জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ট্রাক চালক শ্রমিক ফেডারেশন সভায় বলেন, মহাসড়কের পাশে ছোট ও ধীর গতির গাড়িগুলোর জন্য সার্ভিস রোড তৈরী করতে হবে। মহানগরগুলোতে সড়কে ক্রসিং এর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কারনে দীর্ঘক্ষণ সিগন্যালে দাড়াতে

হয় ফলে যানজঠ সৃষ্টি হয়। তিনি মহানগরে সড়কে ক্রসিং এর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। পণ্যবাহী গাড়িগুলোর জন্য টার্মিনাল ও চালকদের জন্য রেস্ট হাউস নির্মাণের অনুরোধ করেন। তিনি গাড়ির সিলিং নির্ধারণ এবং দক্ষ চালক তৈরীর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে সিএনজি অটোরিক্সার অনুকরণে সার্ভিস নীতিমালা করে ২৫ বছরের অধিক পুরনো গাড়িগুলো স্ক্র্যাপ করে নতুন গাড়ি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করেন।

সভাপতি বলেন, সকল মেট্রো ও জেলা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটিগুলোকে সিএনজিসহ সকল ধরণের গাড়ির সিলিং নির্ধারণ করতে হবে। জেলা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটিগুলোকে অবৈধ গাড়ি বন্ধের এবং সিলিং নির্ধারণ করে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তিনি সিএনজি অটোরিক্সাগুলো মিটার ছাড়া চলবে না মর্মে প্রচার-প্রচারনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী যুক্তিযুক্ত। মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে ফুটওভার ব্রীজ না হওয়া পর্যন্ত পথচারীগণের পারাপারের সুবিধার্থে দ্রুত স্পীড ব্রেকার তৈরীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
২.	সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণগুলোর মধ্যে চালকের অসর্তকর্তা, যানবাহন ও সড়ক ব্যবহারকারী তথা চালক, যাত্রী ও পথচারীসহ সকলের অসচেতনতা ইত্যাদি অন্যতম কারন। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা জোরদারকরণের জন্য আশু করণীয় হিসেবে ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস, এক্সেলেটর, জেব্রা-ক্রসিং ইত্যাদি ব্যবহারে পথচারীদের উৎসাহিত করতে জনসচেতনতার বিষয় অগ্রাধিকারযোগ্য। সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফুটপাত ও ফুট ওভারব্রিজের ব্যবহার, আন্ডারপাস, এক্সেলেটর, জেব্রা-ক্রসিং ইত্যাদি ব্যবহারে পথচারীদের উৎসাহিত করতে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরটিএ এর পক্ষ থেকে ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ/ঢাকা উত্তর ও দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন/ হাইওয়ে পুলিশ/সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করা হয়।	১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২। ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ৩। পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ ৪। হাইওয়ে পুলিশ ৫। সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন।
৩.	ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বড় বড় মার্কেট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সুউচ্চ ভবন ইত্যাদি এর নিচে আন্ডার গ্রাউন্ড পার্কিং এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ডিটিসিএ/ ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হয়।	১। ডিটিসিএ ২। ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ৩। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
৪.	দূর-পাল্লার ক্ষেত্রে জাতীয় মহাসড়কে মোটর সাইকেলের যাচ্ছেতাই চলাচল অর্থাৎ আল্পবয়সী লাইসেন্স বিহীন চালকের মোটর সাইকেল চালনা রোধ, বেপরোয়া গতিতে মোটর সাইকেলে চালানো এবং দুর্ঘটনা রোধে হাইওয়ে পুলিশের মনিটরিং আরো জোরদার করা সহ চালকদের আইন ও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। মহাসড়কে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ীর কাগজ-পত্র ছাড়া চলাচলরত গাড়ী ডাম্পিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। রাইড শেয়ারিং এর নামে মোটর সাইকেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে জরুরি প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহনের জন্য হাইওয়ে পুলিশকে অনুরোধ করা হয়।	হাইওয়ে পুলিশ
৫.	লক্কর-ঝক্কর/জরাজীর্ণ দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেস সার্টিফিকেট আপডেট করা হয় না এই ধরণের গাড়ির তালিকা ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা থেকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পুলিশ বিভাগ তথা ডিএমপি, হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা পুলিশকে সরবরাহ করতে হবে। পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ কর্তৃক আনফিট ও দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেসবিহীন গাড়ির তালিকা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং দীর্ঘদিন ধরে ফিটনেস আপডেট করে না এমন গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য পিডিআর আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।	১। পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ ২। ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ৩। হাইওয়ে পুলিশ
৬.	সারা দেশে মহাসড়কের কত কিলোমিটারে সাইন-সিগন্যাল রয়েছে তার তথ্যভিত্তিক তালিকা জরুরীভিত্তিতে সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সারা দেশে মহাসড়কের কত কিলোমিটারে সাইন-সিগন্যাল রয়েছে এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা জোরদারকরণের লক্ষ্যে কোন কোন স্থানে সাইন-সিগন্যাল স্থাপন করা প্রয়োজন তার তালিকাসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর ও হাইওয়ে পুলিশকে অনুরোধ করা হয়।	১। সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর ২। হাইওয়ে পুলিশ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	সকল মেট্রো ও জেলা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটিগুলোকে সিএনজিসহ সকল ধরণের গাড়ির সিলিং নির্ধারণ করতে হবে। জেলা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটিগুলোকে অবৈধ গাড়ি বন্ধের এবং সিলিং নির্ধারণ করে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	১। মেট্রো পলিটন পুলিশ (সকল) ২। সচিব, বিআরটিএ ৩। জেলা প্রশাসক (সকল)
৮.	সড়কের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ ও সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ বর্তমান সময়ের সবচাইতে আলোচিত বিষয়। সড়ক দুর্ঘটনা কোনো একক কারণে ঘটে না বরং এর সাথে অনেকগুলো বিষয় যথা সড়ক, সড়কের পরিবেশ, যানবাহন ও সড়ক ব্যবহারকারী ইত্যাদির কোনো না কোনো বিষয়ে সম্পৃক্ততা থাকে। সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও দক্ষ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহনসহ বিষয়টিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া অত্যন্ত জরুরী। সড়কের শৃঙ্খলা জোরদারকরণ ও সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের স্বার্থে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত বিআরটি'তে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়।	১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২। ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ৩। হাইওয়ে পুলিশ ৪। সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর। ৫। ডিটিসিএ ৬। সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন। ৭। পরিচালক (ইঞ্জি:), পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ ৮। সকল অংশীজন

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/৮/22

(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১১

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০২.৫০.০০৮.১৯- ৯৭৬

তারিখ ঃ ১২ -০৬-২০২২ খ্রিঃ।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৭. আতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ,৩৪,শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪,উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
৮. সচিব/পরিচালক (প্রশাঃ), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
৯. পরিচালক, এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০. পরিচালক (ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিক্ষণ), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১১. জেলা প্রশাসক (সকল) ----------।
১২. উপপরিচালক (প্রশাঃ/অর্থ/আইন/অপাঃ/অডিট ও তদন্ত/ইঞ্জিঃ-১,২,৩), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১৩. উপপরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, ঢাকা বিভাগ, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
১৪. প্রোগ্রামার/এক্সিডেন্ট ডাটা এনালিস্ট, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১৫. সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ), ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ২, ৩, ও ঢাকা জেলা সার্কেল।
১৬. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।
২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান, মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
৬. মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, ১ নং রেল গেট, ২৩৫ তেজগাঁও ট্রাক ট্রার্মিনাল (৩য় তলা), ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ি, চাঁদ তারা মসজিদ (২য় তলা), গাবতলী, ঢাকা।
৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মহাখালী/সায়েদাবাদ/গাবতলী বাস টার্মিনাল, বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা।
৯. জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ট্রাক চালক শ্রমিক ফেডারেশন, ১ নং রেল গেট, ২৩৫ তেজগাঁও ট্রাক ট্রার্মিনাল (৪র্থ তলা), ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১. চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।

১২/০৬/২২

(মোঃ হেমায়েত উদ্দিন)
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ফোনঃ ৫৮১৫৪৭০২২